দিনলিপি

\- ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

দিনলিপি লিখন কি?

ইংরেজি Diary এসেছেন ল্যাটিন শব্দ Diarium থেকে। শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ ব্যক্তিগত দৈনিক জীবনযাত্রার কাহিনি বা দিনলিপি। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘটনাক্রমের সুলিখিত রূপকে বলা হয় দিনলিপি। এটির ফার্সি পরিভাষা রোজনামচা। অর্থাৎ দিনলিপি হচ্ছে তা-ই, যেখানে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো লিপিবদ্ধ করে। ডাইরি, জার্নাল, দিনলিপি, রোজনামচা একাধিক নাম বিষয় একই। 'দিনলিপি' হলো জীবনের ঘটনাবহুল দিনগুলোর প্রামাণ্য দলিল। পলায়নপর সময়কে ধরে রাখা এবং ঘটনাবহুল বর্তমানকে ভবিষ্যৎকালের করে তোলার প্রয়াসই মানুষকে দিনলিপি লেখার অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রতিদিনকার ব্যস্ত জীবনে মানুষ মুখোমুখি হয় বিচিত্র অভিজ্ঞতার সেগুলো কখনো সুখের কখনো দুঃখের। কিন্তু মনে হয় সেই সুখ বা দুঃখটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিটুকুকেই মানুষ অক্ষয় করে তুলতে ভালোবাসে সেজন্য কেউ কেউ সেই বিষয় নিয়ে প্রিয় খাতায় তার গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করে। একজন ব্যক্তি জীবনের ঘটে যাওয়া বিশেষ ঘটনাগুলো যখন লিপিবদ্ধ যখন দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন তখন ওই ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, ইচ্ছা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাইরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ভালবাসার প্রকৃতির ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্যসূত্র আবিষ্কার করা সহজ হয়।

দিনলিপির বিখ্যাত কয়েকটি দৃষ্টান্ত

দিনলিপি ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হলেও সুলিখিত দিনলিপি শিল্পগুণসম্পন্ন সাহিত্য হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য শিল্পগুণসমৃদ্ধ দিনলিপির কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'জাপান-যাত্রী'**, জাহানারা ইমামের **'একাত্তরের দিনগুলি'**, সুফিয়া কামালের **'একাত্তরের ডায়েরি'**, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিবাহী **'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি'** এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **'কারাগারের রোজনামচা'** ইত্যাদি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাধারণত স্কুল বা কলেজ জীবনের প্রথম দিনের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার মাধ্যমে দিনলিপি লিখনের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুভূতির কথা, যেমন পরীক্ষার ফল প্রকাশ, কোনো ঐতিহাসিক স্থান দর্শন, মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, লঞ্চডুবি, যানজট, মেলা দেখা, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, পয়লা বৈশাখ/নববর্ষ উদ্‌যাপন, বর্ষণমুখর দিন বা ঝড়ের দিন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর দিনলিপি লিখনের কথা বলা হয়।

দিনলিপি লেখার উপকারিতা

- ✓ হাতের লেখা সুন্দর হয়
- ✓ আজকের মনের ভাব পরবর্তীতে দেখে নেওয়া যায়।
- ✓ একজন ভালো লেখক হতে সহায়তা করে।
- ✓ স্মৃতিগুলি সংরক্ষিত থাকে।
- ✓ অতীতের ভুলগুলো শুধরানো যায়।

মানবজীবনের ভালো ও সুন্দর অভ্যাসগুলোর একটি দিনলিপি লেখা। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। সারা দিনের কাজকর্মের ধারাবাহিক উপস্থাপন দিনলিপি লেখকের শিল্প-প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। সর্বোপরি, সুলিখিত দিনলিপি একটি অমূল্য ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। অনেক সময় কোনো বিষয়ভিত্তিক বা তাত্ত্বিক বইয়েও এমন যুগান্তকারী ও চাঞ্চল্যকর জীবন-অনুসন্ধানী বিষয় মেলে না, যা এসব ডাইরি বা জার্নালে পাওয়া যায়। দিনলিপি আমাদের মনের ভাব প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু। দিনলিপি যা নিজেকে যাচাই করার সুযোগ করে দেয়। নিজের আত্ম উপলব্ধি বাড়ায়। নিজের ভুলগুলো যাচাই-বাছাই করার সুযোগ দেয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং নতুন আচরণ মূল্যবোধ প্রদর্শন এবং নতুন ভাবে পরিবর্তনে আস্থাবান হতে সাহায্য করে। এজন্য দিনলিপির গুরুত্ব অপরিসীম।

দিনলিপির ইতিহাস

অনেক গবেষক মনে করেন দিনলিপির শুরু সেই আদি যুগ থেকে। দিনলিপি লেখার সুনির্দিষ্ট তথ্য মিলে দশম শতাব্দীতে। পশ্চাত্যে দিনলিপি জনপ্রিয় হয়ে উঠে **রেনেসাঁ যুগে**। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া স্যামুয়েল পেপিসকে বলা হয়ে থাকে দিনলিপির শেক্সপিয়ার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে দিনলিপিও আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের দিনগুলোতে লেখা **অ্যানা ফ্রাংকের ডায়েরির** ঐতিহাসিক মূল্য আজ সর্বজনবিদিত।

দিনলিপি লেখার নিয়ম

০১. দিনলিপির পৃষ্ঠার একেবারে উপরের ডান বা বাম পাশে **তারিখ, বার, সময় ও স্থানের** নাম লিখতে হয়।

০২. দিনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা এর বিস্তারিত বিবরণ নয়, বরং উল্লেখযোগ্য **বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংক্ষেপে** লিপিবদ্ধ করতে হবে।

০৩. দিনলিপিতে সাধারণত কোন অনুষ্ঠান, কোন বিপর্যয়, কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কোন **বিশেষ ভাবনাচিন্তা বা কৌতূহলজনক** কিছু লিখতে হয়।

০৪. দিনলিপিতে **নিজের বা উত্তম পুরুষ (আমি, আমরা)** লেখা হয়।

০৫. দিনলিপিতে **সহজ, সরল, স্পষ্ট, গোছালো, পরিচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ** ভাষায় লিখতে হবে। হবে **আকর্ষণীয়** ও **অনুসরণীয়** বা **অনুকরণীয়** ।

০৬. দিনলিপি একান্ত **ব্যক্তিগত রচনাবলী**। এতে **নিজস্ব অভিমত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার** ইত্যাদি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা চলে।

০৭. দিনলিপিতে সব সময় **সত্য ও প্রকৃত ঘটনা** তুলে ধরতে হবে।

০৮. দিনলিপিতে সাধারণত একটি দিনের ঘটনাবলির বর্ণনা থাকলেও অতীতের ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে আসতে পারে।

দিনলিপিতে নম্বর তোলার উপায়

০১. দিনলিপি কতটুকু লিখতে হবে, তা নির্ভর করে নির্বাচিত বিষয়ের ওপর।

০২. দিনলিপি এক প্যারায় লেখা ভালো, তবে প্রয়োজনে একাধিক প্যারা করা যাবে।

০৩. দিনলিপি মোটামুটি গল্পের আকারে লিখলে সুন্দর হয়। দিনলিপি লিখতে গেলে অবশ্যই ভাষা জ্ঞান প্রয়োজন।

০৪. দিনলিপি লেখার আগে মস্তিষ্কে একটি খসড়া চিত্র দাঁড় করিয়ে নিতে হয়।

9/10

১৭ই মে : সোমবার ১৯৭১

রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েও 'কর্তাদের' তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়! তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টিচার, রেডিও-টিভির কোনো কর্মকর্তা ও শিল্পীর নাম বাদ গেছে বলে মনে হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে এবং সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর যে বিবৃতি তাদের নামে বেরিয়েছে, সেটা যে তাঁরা অনেকে না দেখেই সই করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। আজ সকালের কাগজে বিবৃতিটি প্রথমবারের মতো পড়ে তাঁরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইবেন খানিকক্ষণ! এবং বলবেন, ধরণী দ্বিধা হও! এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ভরা বিবৃতি স্বয়ং গোয়েবলসও লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই পূর্ব বাংলার কোন প্রতিভাধর বিবৃতিটি তৈরি করেছেন, জানতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে।

মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এর আগে একদম সময় পাইনি তোমাকে লেখার। বৃহস্পতি বার সারাটা দিন বন্ধুদের সঙ্গে কেটেছে। শুক্রবার বাড়িতে অতিথিরা এসেছিল, আজ অবধি এইভাবে একটার পর একটা। এই একটা সপ্তাহে হ্যারি আর আমি পরস্পর সম্পর্কে বেশ খানিকটা জেনেছি। হ্যারি ওর জীবনের অনেক বৃত্তান্ত আমাকে বলেছে। হল্যান্ডে ও একা এসেছে। ও এখন ওর দাদু-দিদিমার কাছে থাকে। ওর বাবা মা থাকে বেলজিয়ামে।

অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি

৭ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

নতুন বিশ সেলের দোতালায় একটা ব্লকে একজন কয়েদিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। একে 'জাল সেল' বলা হয়। একে তো সেল, তার উপর আবার জাল দিয়ে সামনেটা ঘেরা। ওকে একদিন আমি দেখেছি। আমার জায়গার কাছ দিয়েই দোতালার সিঁড়ি। চেহারাটা যে একদিন খুব ভাল ছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। লোকটার নাম নেছার খাঁ। আজ ১৭ বৎসর জেলে আছে। যাদের যাবজ্জীবন জেল হয় তাদেরও ১২/১৩ বৎসরের বেশি খাটতে হয় না। একে ১৭ বৎসর রাখা হয়েছে কেন? খবর নিয়ে জানতে পারলাম, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জেল-মন্ত্রী এসেছিলেন জেল তদারক করতে। আট সেলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তাকে যাতে সে মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে নালিশ করতে না পারে জেলের দুর্নীতি সম্বন্ধে। কারণ লোকটা বড় সাহসী, মুখের উপর সত্য কথা বলে দেয়। যখন মন্ত্রী সাহেব সেই সেলের পাশ দিয়ে যেতেছিলেন সে দেয়ালে উঠে চিৎকার করে বলেছিল, 'স্যার আমার নালিশ আছে'।

মন্ত্রী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এই লোকটা?' তাঁকে বলা হয়েছিল লোকটা পাগল। তারপর মন্ত্রী সাহেব চলে যাওয়ার পরে যা ঘটবার তাই

১৮ জানুয়ারি, ২০১৭
বুধবার
বিকেল ৩ টা
ভার্সিটি বাস

ভার্সিটি তে প্রথম দিন

"নতুন সব কিছুতেই অন্যরকম ফিলিংস। সেই ফিলিংসে আরো গভীরত্ব বেড়েছে মোস্তফা স্যারের কথাবার্তায়। স্যার খুবই ভদ্র এবং ভালো জিনিস। তার কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি যে কোনো জিনিসে প্রথম হওয়ার ১০১ সুবিধা। যেমন কারো রানের বন্যায় যদি স্টেডিয়াম ভাইসাও যায় তবুও তামিমের টি-২০ তে ফাস্ট সেঞ্চুরিয়ানের রেকর্ডটা ভাঙতেও পারবে না। কারণ প্রথমকে ডিঙানো যায় না। সুতরাং প্রথমের গৌরবই আলাদা। তবে কিছু অগৌরবও আছে। যার কিছু বললেও অধিকাংশই স্যার চিকনে এড়িয়ে গেছেন। এই যেমন ফাস্ট অপারেশন কোনো ডাক্তারেরই ভালো হয় না। রোগী মরে। তেমনি আমরাও হচ্ছি ফাস্ট এক্সপেরিমেন্ট। কাটবে ফারবে সিলাবে। ব্যবস্থাপনা ভালো হলে ভালো,খারাপ হলে পেশেন্ট ইজ ডেট। তবুও এর হিতের চেয়ে বিপরীতের পরিমাণ খুবই কম। পাশ করে বের হতে পারলেই গদি। তবুও আমরা যাতে হতাশ না হই এজন্য স্যার ক্লাসে একটা বোর্ড আকলেন, থুক্কু বোর্ডে একটা হেন্ডেল ছাড়া গ্লাস আকলেন। স্যার আমাদের শিখালেন কীভাবে অর্ধ গ্লাস পানিতে হতাশা গুলে খেয়ে নিতে হয়। অবশ্য থিওরিটা স্যার শিখেছেন অর্থমন্ত্রী মালের কাছ থেকে। জগন্নাথের পোলাপান মানেই কদিন পর পর হল চাই,বউ চাই,বুয়া চাই, গার্লফেন্ড নাই ইত্যাদি আর etc। তারপর আন্দোলনের প্রচন্ড তীব্রতায় অর্থমন্ত্রী অনেক ভেবে দেখলেন এর জন্য তিনি কোনো বাজেট রাখেননি। তাই এর সমাধানে তিনি দেশ বিদেশের অনেক বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরামর্শ চান। কোনো এক বুদ্ধুর কাছে তিনি এই গ্লাস থিউরি পান। অর্থমন্ত্রী সেই বুদ্ধুকে ট্রিট দিয়েছিল কিনা সংবাদ মাধ্যমে তা জানা যায় না। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে এক প্লেট বিরিয়ানি খাওয়ায়ছিল। যাইহোক তারপর থেকে অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের সেই হাফ গ্লাস পানিতে ঠান্ডা রাখেন আর শিক্ষকরা রাখে শিক্ষার্থীদের। তাই প্রথম ক্লাসে এসেই সব স্যাররা বুঝিয়ে দেয়, নাই এর মধ্যেও আছে। কী? বাতাস। যাইহোক যারা উপরোক্ত ঘটনাকে সত্য বলিয়া মানিয়া নিয়েছে এবং ভাবছেন স্যার সরকারি লোক, তারা মূলত আমার মতোই বেশি পাকনা। সুতরাং আসল ঘটনা হচ্ছে স্যার আমাদের মোটিভেট করেছে মহান একটি জীবনধর্মী উদাহরণ টেনে। স্যারকে অনেকগুলা থ্যাংকু।

দ্বিতীয় ক্লাসের স্যার আরো বেশি স্পষ্ট করে দিল 'ল' আর 'ল্যান্ড ল' এর মধ্যে পার্থক্য। অবশ্য 'ল' যদি গরু হয় 'ল্যান্ড ল' গরুর মাথা না লেজ এই ব্যাপারটা স্যার স্পষ্ট করেননি।

এবার হচ্ছি আমরা ৬৪ জেলা থেকে আগত ৬১ জন স্টুডেন্ট। একেক জনের মাঝে বিশাল বড় দেয়াল। দূরত্বের দেয়াল। সবাই দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করে। অবশ্য একদিনের মজুরিতে এক যুগের ব্যবধান ঘুচানো সম্ভব হয় না। অবশ্য একদিন সব প্রাচীর ভেঙে যাবে। সবাই গেঁথে যাবো এক মালার মতো। কেউ ক্রাশ খাবে, কেউ বাশ খাবে। কারো ব্রেক আপে হবে মিলাদ পড়ে জিলাপি বিতরণ। এভাবেই কেটে যাবে কয়েকটা বছর। বছরগুলো ভালোয় কাটুক, সম্পর্কেরা আলোয় থাকুক। যাইহোক ভার্সিটি লাইফের প্রথম দিন। দিনটা ভালোই কেটেছে। শুধু বড় ভাই ছোট ভাই এই ক্যাচাল ছাড়া।"

ইয়াসিন রাকিব
১২ ব্যাচ, আইন বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

HSC স্পেশাল

যেভাবে প্রশ্ন আসে

ক) তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত করো। ১০

[ঢা বো ২২, ১৬: রা বো ১৭, ১৬: কু বো ১৭, ১৬, য বো ১৯,১৬,১৫, চ বো ১৯, ব বো ১৯,১৭, সি. বো ১৯, ১৫, দিবো ১৯]

অথবা,

খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[রা.বো.'২৩, ১৯, সি.বো.১৩,'০৫, ব.বো. ১২

যেভাবে উত্তর করতে হবে

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) দিনলিপি

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
রাত ১০টা
শবিবার,

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। মা উঠেছেন আগেই। নাশতা তৈরি করছেন। আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বললেন। আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর এই দিনে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। এই দিন চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের অকুতোভয় ও পরাক্রমশালী যৌথবাহিনীর (মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী) কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। কাজেই আজকের দিনটি বাঙালি জাতির জন্য পরম পবিত্র ও তাৎপর্যময়।

আমাদের কুমুদিনী কলেজ থেকে সকাল ছয়টায় বিজয় র‍্যালি বের হলো। আমি যথাসময়ে পৌছে 'জয় বাংলা' স্লোগানমুখর বিজয় র‍্যালিতে অংশ নিই। শহরের মূল সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিজয় র‍্যালি আবার কলেজ গেটে এসে থামি। আমরা শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। সেখানে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করি। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করি। পাশেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংবলিত চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। ছবিগুলো সংগ্রহ করেছে 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান'রা। এতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ, পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের হত্যাযজ্ঞ, মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর নির্মম অত্যাচার, নারীর সম্ভ্রমহরণ, নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য, পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের পিছু হটা, মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন, খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ, মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন বৈঠক, এলাকাবাসীর সতর্ক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের চিত্রগুলো চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। সেগুলো অপূর্ব দীপ্তি ছড়াল হৃদয়জুড়ে। সকাল নয়টায় কলেজ মিলনায়তনে শুরু হলো আলোচনা সভা। পর্যায়ক্রমে দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি হলো। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল, বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁদের তথ্যনির্ভর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমি একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করলাম। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছিল কলেজের ছাত্রীরা। আমিও কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি আবৃত্তি করেছি। মিলনায়তনের দর্শক-শ্রোতারা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই উজ্জীবিত হৃদয় দেশ ও জাতির কল্যাণে অকৃপণভাবে নিবেদিত হবে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার সংগ্রামে দৃপ্ত সৈনিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

ঘরে ফিরে এসে মাকে আমার অনুভূতি জানালাম। যাঁরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন তাঁদের মতো দেশপ্রেমিক হতে মা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। টিভিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করার পর রাত এগারোটায় ঘুমাতে গেলাম।

প্রজা
টাঙ্গাইল

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

		দিনলিপি লিখন	পৃষ্ঠা নং
★★★	০১.	**কলেজ জীবনের প্রথম দিনের** অনুভূতি নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো। *[দি. বো. ১৯, ১৬; রা.বো. ১৭] [ব. বো, ২৫]* অথবা, **'কলেজের প্রথম দিন'** বিষয়টি অবলম্বন করে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[রা. বো. ১৭]*	
★★	০২.	তোমার এসএসসি **পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের** একটি দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ১৯; ব. বো. ১৬] [ম. বো. ২৫]*	
★★	০৩.	তোমার কলেজে **'বসন্তবরণ'** পালিত হয়েছে। ঐদিনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। *[ঢা.বো.২৩, সি.বো.২৩]*	
★★★	০৪.	অমর **একুশে গ্রন্থমেলা** ২০২৩ এর সমাপনী দিবস নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[চ.বো. ২০২৩, দি.বো. ১৭]* অথবা, মনে কর, কোনো একটি **বইমেলা** তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই বইমেলার কথা উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ। *[দি. বো. ১৭]*	
★	০৫.	**পহেলা বৈশাখ/বাংলা নববর্ষ উদযাপনের** অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। *[য.বো.২৩,১৬; ব.বো.১৭; সি.বো.১৬]* অথবা, তোমার কলেজে **পহেলা বৈশাখ উদযাপনের** ওপর একটি দিনলিপি লেখ। *[ঢা. বো. ২৪; ব. বো, ২৩] [সি. বো. ২৫]* অথবা, বাংলা **নববর্ষ কীভাবে উদযাপন করেছ** তার ওপর একটি দিনলিপি রচনা কর। *[দি. বো, ২৩]*	
★	০৬.	একটি **গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি** ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ১৭] [রা. বো. ২৫]*	
★★	০৭.	তোমার কলেজে **মহান বিজয় দিবস উদযাপনের** একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। *[য.বো,২৪; কু.বো.২৪,২৫; ম.বো,২৪; সকল বোর্ড ২০১৮]*	
★★★	০৮.	তোমার কলেজে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** উদযাপনের একটি দিনলিপি রচনা কর। *[সি. বো. ২৩, চ. বো. ২৪]* অথবা, **একুশের প্রথম প্রহর- উদযাপনের** বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[দি. বো. ২৪]* অথবা, **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে** তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ২৩]*	
★	০৯.	একটি **নৌকা ভ্রমণের** বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি রচনা কর। *[ব. বো. ২৪]*	
	১০.	**লঞ্চডুবির ঘটনা** নিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। *[য. বো. ১৭]*	
★★★	১১.	তোমার **কলেজে উদযাপিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে**র উপর একটি দিনলিপি লেখ। *[রা. বো. '২৪] [ঢা. বো. '২৫]*	
★★★	১২.	কোনো একটি **ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের** দিনলিপি তৈরি কর। *[ময়মনসিংহ ২০২৩]*	
	১৩.	তোমার **এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বরাতে**র একটি দিনলিপি লেখ। *[য. বো. ২৫]*	
★★	১৪.	তোমার কলেজ জীবনের বিদায় অনুষ্ঠান / কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি নিয়ে দিনলিপি। *[দি. বো. ২৫]*	
★★	১৫.	বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। *[চ. বো. ২৫]*	
★★★	১৬.	সুন্দরবন/ সেন্টমার্টিন ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।	
★★	১৭.	প্রথম ট্রেন ভ্রমণের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি লেখ।	
★★	১৮.	একজন মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযুদ্ধকালীন দিনলিপি লেখ।	
	১৯.	জন্মদিন উদযাপন সম্পর্কে দিনলিপি লেখ।	
★★	২০.	বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনের দিনলিপি লেখ।	
★★	২১.	শিক্ষাসফরের এক দিনের দিনলিপি লেখ।	
★	২২.	বর্ষণমুখর দিন/সন্ধ্যা সম্পর্কে দিনলিপি লেখ।	
★★	২৩.	তোমার দেখা দেশের ভয়াবহ এক পরিস্থিতি নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। দেশের বড় এক বিপ্লবে তোমার অংশ গ্রহণ বিষয়ে দিনলিপি লেখ।	
★★	২৪.	তোমার এলাকার সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ বিষয়ক একটি দিনলিপি রচনা কর।	
★	২৫.	বন্ধুদের নিয়ে দেয়াল গ্রাফিতি অঙ্কন অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর।	
	২৬.		

দিনলিপির একটি বিষয় তুমি তৈরি কর

০১. তোমার কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা করো। *[দি.বো.-১৯.১৬: রা.বো.-'১৭]*

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
শনিবার
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
ঢাকা

'কলেজের প্রথম দিন'

আজ আমার কলেজের প্রথম দিন ছিল। স্কুলজীবনে স্বপ্ন ছিল কবে কলেজে ভর্তি হব, কবে কলেজে ক্লাস করব। সেই সুযোগ এলো আজকে। কিন্তু তখনকার মতো কৌতূহল অনুভব করছি না। বরং এক ধরনের আনন্দে শিহরিত হচ্ছি। এক বন্ধু এসে টেনে নিয়ে গেল ক্লাসে। নাম পরিচয় বলে আমিও সবার সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রথম ক্লাসে এলেন ইংরেজি স্যার। আমাদের রোল নোট করে তিনি সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তারপর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলেন। আমরা অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসলাম। প্রিন্সিপাল স্যার নিজের পরিচয় দিয়ে টিচারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজন অধ্যাপক কলেজের পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখলেন। সব শেষে প্রিন্সিপাল স্যার উপদেশ ও নির্দেশনামূলক বক্তব্য রেখে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো ক্লাস রুটিন, বুকলিস্ট ও কলেজ ম্যাগাজিন। খুশিমনে চলে এলাম বাসায়।

ওসমান গাজী
সরকারি সিটি কলেজ
ঢাকা।

০২. তোমার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের একটি দিনলিপি রচনা করো। *[কু. বো. ১৯: ব. বো, ১৬]*

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩
বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ১৫ মিনিট
রংপুর

গত রাত থেকেই কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করছিলাম। জানি পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে, তবু একটা চিন্তা ঘিরে রেখেছে কী হয় না হয়! আজ কিন্তু এমন চিন্তা বা অস্থিরতা নেই। ভালো ঘুম হওয়ার কারণে মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে। যা হয় হবে- এমন একটা সাহসী মনোভাব এসে গেছে। গোসল করে নাশতা সেরে নিলাম। মা তাগিদ দিচ্ছেন, 'কী রে, স্কুলে যাবি না?' বাবা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, 'চল, আমি তোর সঙ্গে যাই।' তাঁদেরকে আশা দিয়ে চলে এসেছি স্কুলে। বন্ধুরা অনেকেই এসেছে। চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। দু-একজনের মুখ ভার হয়ে আছে। তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। এমন সময় নোটিশ বোর্ডে রেজাল্ট টানানো হলো। গণিত স্যার রোল নম্বর এবং ফল ঘোষণা করছেন। আমি GPA-5 পেয়েছি। হেডস্যার ও অন্য স্যারদের সালাম করে দোয়া চাইলাম। বাসায় আসতেই বাবা-মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। মিষ্টি বিতরণ করা হলো ঘরে ঘরে। আত্মীয়স্বজনরা ফোনে খবর নিচ্ছেন আর দোয়া করছেন। বেশ রাত পর্যন্ত কেটে গেল এভাবেই। একসময় চোখজুড়ে ঘুম চলে এলো।

০৩. তোমার কলেজে 'বসন্ত বরণ' উৎসব-এর একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। *ঢাকা বোর্ড ২০২৩, সিলেট বোর্ড ২০২৩,*

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
সোমবার
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রিয় দিনলিপি,
আজ বসন্তবরণ, ঋতুরাজের আগমনী। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো যেন এক অন্যরকম আনন্দে পৃথিবী ভরে আছে। পাখির কলতান, সূর্যের উষ্ণতা, বাতাসের মিষ্টি স্পর্শে যেন এক অপার্থিব অনুভূতি। সকালে বাড়ির সামনে ফুলগাছগুলোতে দেখলাম, নতুন করে ফুটে উঠেছে নানা রঙের ফুল। হলুদ, কমলা, লাল, সাদা - সব রঙের ফুলে ভরে গেছে গাছের ডালপালা। মনে হলো যেন ঋতুরাজ বসন্ত এসে প্রকৃতিকে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে।
বিকেলে বন্ধুদের সাথে রমনা পার্কে গেলাম। পার্কটা মানুষে ভরে গেছে। সবাই রঙিন পোশাক পরেছে। মুখে হাসি, আনন্দে মুখরিত সবাই। কেউ কেউ আবার ছবি তুলছে। আমরাও বন্ধুরা এক সাথে ছবি তুললাম। বসন্তের আনন্দে আমরা সবাই মাতোয়ারা হয়ে গেলাম।
সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলাম, মা বসন্তের পায়েস তৈরি করেছেন। পায়েস খেয়ে মনটা আরো ভরে গেলো।
আজকের দিনটা ছিলো সত্যিই অসাধারণ। বসন্তের আনন্দে আমার মন ভরে গেছে। আশা করি, এই আনন্দ চিরকাল আমাদের জীবনে বজায় থাকবে।
শুভ রাত্রি।

জাবের আহমাদ

০৪. অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩ এর সমাপনী দিবস নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩, দি.বো. ১৭]*

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
শুক্রবার
রাত ১১ টা ১০ মিনিট
ঢাকা

গত বছর বইমেলার স্মৃতি আমি কখনোই ভুলতে পারব না। সকালের পড়ার টেবিল ছেড়ে কলেজে গেলাম। আমাদের বাংলা শিক্ষকের কাছে কয়েকটি বইয়ের নাম চাইলাম, বইমেলা থেকে যেগুলো কিনতে পারি। তিনি আনন্দের সাথে তা লিখে দিলেন। সেগুলোর সঙ্গে আমার তালিকায় রাখা বইয়ের নাম স্যারকে দেখালাম। কোনগুলোর প্রয়োজন নেই তিনি বললেন। আমি তা মেনে নিলাম। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। মাকে বললাম বই কেনার কথা। মা টাকা দিলেন। বললেন রাত ৮টার আগে বাসায় ফিরতে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হলাম বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে। ভিড় ছিল না, লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না; ভিতরে ঢুকে গেলাম। প্রথমেই কিনলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'। মেলায় তালিকার সব বই পেলাম না। এরপর আমার প্রিয় লেখক কাজী নজরুল ইসলামের কিছু বই কিনলাম। হঠাৎ দেখলাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার একটি স্টলে বসে আছেন। আমি তাকে সরাসরি দেখে সত্যিই হতবাক হয়ে গেলাম। ছোটবেলা থেকে তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আজ বাস্তবে দেখে, কথা বলে, অটোগ্রাফ নিয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। আর এই কারণেই এই বইমেলা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ওমর ফারুখ
উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ,

০৫. পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উৎযাপনের ওপর একটি দিনলিপি লেখো। *[ব. বো. ১৭; য. বো. ১৬; সি. বো. ১৬]*

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১৪ এপ্রিল, ২০২৩
শুক্রবার
রাত ১১ টা ৫ মিনিট

এবার বাংলা নববর্ষ উদযাপন করতে এসেছি গ্রামে। ঠিক গ্রাম নয়, ছোট শহর বলা যায়। সঙ্গে এসেছেন আব্বা, আম্মা, ভাই-বোন, মামা সবাই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফুরফুরে বাতাসে কিছুক্ষণ সবুজ প্রকৃতিতে মিশে গেলাম। তারপর পুকুরে গোসল সেরে নতুন পাঞ্জাবি-পাজামা পরে বেরিয়ে পড়লাম। এখানকার স্কুল মাঠের পাশে বিশাল বটগাছের নিচে উদীচীর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে। সবুজ ঘাসের উপর বসে নবীনদের সম্মিলিত কণ্ঠে, কখনো একক কণ্ঠে গান শুনে ভালো লাগল। তিন রাস্তার মোড়ে গেরুয়া পোশাক পরা বাউলরা মন মাতানো গান গাইছেন, শুনলাম কিছুক্ষণ। এর মধ্যেই চাচাত ভাই টেনে নিয়ে চলল নদীর পাড়ে। নৌকাবাইচ হবে। দশ- বারোটা নৌকা চমৎকারভাবে সাজানো, ঢোল-খঞ্জনি বাজিয়ে গান হচ্ছে। স্থানীয় এমপি সাহেব এসে গেছেন। শুরু হলো নৌকা বাইচ। নৌকার দুদিকে বসা রঙিন পোশাক পরা লোকেরা বৈঠা ফেলছে একতালে আর তর তর করে নৌকা ছুটে চলেছে। কারা জিতল জানা হলো না। আলোচনা সভায় যোগ দিলাম। আলোচকরা খুব চমৎকার বললেন। নতুন কিছু বিষয় জানলাম। দুপুরের খাবার দেওয়া হলো, খেয়ে নিলাম। তারপর ভাই-বোনেরা মিলে আব্বা-আম্মার সঙ্গে ছুটলাম মেলায়। হাটের মাঠে মেলা। অনেক লোকের সমাগম, হরেক রকম দোকান, নানা রকম আওয়াজ। এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে দরদাম করে নানা জিনিস কিনতে এবং দেখতে খুব ভালো লাগছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সারাদিনের মন জোড়ানো আনন্দ নিয়ে এবার বাড়ি ফিরলাম।

আবু বকর
যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
যশোর।

০৬. একটি গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা করো। *[কু. বো. ১৭]*

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪
রাত ১০: ৩০ মিনিট

আমার নানাবাড়ি বাঘা এসেছি। আমার উদ্দেশ্য নানাবাড়ি বেড়ানো নয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে গ্রাম্যমেলা দেখা। আজ আমার সেই আশা পূরণ হয়েছে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই পায়ে হেঁটে দুই মামাতো ভাইকে সাথে নিয়ে মেলা দেখতে রওয়ানা দিই। নানাবাড়ির পাশে রাইতা বাজার সংলগ্ন একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে এই মেলাটি বসে। মেলাটি সাত দিন ধরে চলে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতে শুরু করেছে। দোকান ঘিরে শুরু হয়েছে ক্রেতাদের ভিড়। ঘন হয়ে পড়ছে শীতের কুয়াশা। কিন্তু অধিক লোকসমাগমে শীত খুব একটা অনুভূত হচ্ছে না। মিষ্টি, জিলাপি, পিঠার ঘ্রাণ ভাসছে বাতাসে। আমরা সেদিকে গেলাম। তিন ভাই পেটপুরে পিঠা দিয়ে নাশতা করলাম। মেলায় যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে তা হলো আমাদের ঐতিহ্য কুটির, মৃৎ ও কাঠের বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী যেমন- শীতলপাটি, পাখা, নকশিকাঁথা, হাঁড়ি, পাতিল, পুতুল ইত্যাদি। মেলার আরও যে বিষয়টি আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে তা হলো গ্রাম্য খেলা যেমন- হাডুডু, পুতুল নাচ, মোরগ লড়াই যেগুলো আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। সারাদিন মেলায় ঘুরেছি, বটগাছের নিচে বসে বাউলের গান শুনেছি। বাড়ির জন্য জিলাপি-মিষ্টি কিনেছি। এই গ্রাম্যমেলাটি আমার স্মৃতিপটে সারাজীবন আঁকা থাকবে।

বাবুল
বাগাইহাটি, রাজশাহী

০৭. তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। *[য. বো, ২৪; কু. বো. ২৪; ম. বো, ২৪; সকল বোর্ড ২০১৮]*

৭ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
রাত ১০টা

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। মা উঠেছেন আগেই। নাশতা তৈরি করছেন। আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বললেন। আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর এই দিনে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। এই দিন চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের অকুতোভয় ও পরাক্রমশালী যৌথবাহিনীর (মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী) কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। কাজেই আজকের দিনটি বাঙালি জাতির জন্য পরম পবিত্র ও তাৎপর্যময়।

আমাদের কুমুদিনী কলেজ থেকে সকাল ছয়টায় বিজয় র‍্যালি বের হলো। আমি যথাসময়ে পৌছে 'জয় বাংলা' স্লোগানমুখর বিজয় র‍্যালিতে অংশ নিই। শহরের মূল সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিজয় র‍্যালি আবার কলেজ গেটে এসে থামি। আমরা শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। সেখানে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করি। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করি। পাশেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংবলিত চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। ছবিগুলো সংগ্রহ করেছে 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান'রা। এতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ, পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের হত্যাযজ্ঞ, মুক্তিযোস্বাদের ওপর নির্মম অত্যাচার, নারীর সম্ভ্রম হরণ, নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য, পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের পিছু হটা, মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন, খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ, মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন বৈঠক, এলাকাবাসীর সতর্ক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের চিত্রগুলো চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। সেগুলো অপূর্ব দীপ্তি ছড়াল হৃদয়জুড়ে। সকাল নয়টায় কলেজ মিলনায়তনে শুরু হলো আলোচনা সভা। পর্যায়ক্রমে দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি হলো। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল, বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁদের তথ্যনির্ভর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমি একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করলাম। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছিল কলেজের ছাত্রীরা। আমিও কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি আবৃত্তি করেছি। মিলনায়তনের দর্শক-শ্রোতারা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই উজ্জীবিত হৃদয় দেশ ও জাতির কল্যাণে অকৃপণভাবে নিবেদিত হবে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার সংগ্রামে দৃপ্ত সৈনিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

ঘরে ফিরে এসে মাকে আমার অনুভূতি জানালাম। যাঁরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন তাঁদের মতো দেশপ্রেমিক হতে মা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। টিভিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করার পর রাত এগারোটায় ঘুমাতে গেলাম।

প্রজ্ঞা
টাঙ্গাইল

০৮. তোমার কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উৎযাপনের একটি দিনলিপি রচনা কর। *[সি. বো. ২৩, চ. বো. ২৪]*

অথবা, একুশের প্রথম প্রহর- উদযাপনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। *[দি. বো. ২৪]*

অথবা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। *[কু. বো. ২৩]*

৮ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২৪, মঙ্গলবার
রাত ১১: ১৫ মিনিট

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীতে গৌরব ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আমি আমার ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করি কারণ এ ভাষার মতো সুমহান ঐতিহ্য ও ইতিহাস আর কোনো ভাষার নেই। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে রায় দিয়েছিলাম। তাই এ মাসজুড়ে ভাষা ও ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমার কিছু পরিকল্পনা থাকে। মা আমাকে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করেন। এবারও তার ব্যত্যয় হয়নি।

আজ প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার জন্য আমি খুব ভোরে বের হই। কুয়াশাঢাকা শীতের প্রভাত। শিশিরসিক্ত পথঘাট। আমি খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। গতকালই আমার বাগান থেকে তাজা তাজা গাঁদা ফুল দিয়ে তোড়া তৈরি করেছিলাম। ছোট ভাই রাতুল ছিল সঙ্গে। মা আমাদের জন্য কালো রঙের পাঞ্জাবি বানিয়ে দিয়েছিল। আমি, মা ও রাতুল শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করি।

পুরো পৃথিবীর মানুষ আজকের দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করছে। মনে মনে আমার আনন্দ হচ্ছে, আবার ব্যথায় যেন হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। মাতৃভাষার জন্য পিচঢালা কালো রাজপথ বুকের রক্ত ঢেলে লাল করেছিল বাঙালি- কে বুঝবে এই ব্যথা! সেই ব্যথার অতল সাগর আজ আমার সমস্ত হৃদয় যেন ডুব দিয়ে প্রস্ত্যভরা কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গাইছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভাষাশহিদদের স্মরণে ভাব-গাম্ভীর্যভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, খালি পায়ে নীরবতার সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন, ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক গান পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কাজ সম্পাদন করা হয়। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি শেষ প্রহরে আমি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমার পক্ষ থেকে যেটুকু করা সম্ভব। তা করার দৃপ্ত শপথ নিচ্ছি। সারা দিনের ক্লান্তি আজ শরীরে যেন ভর করেছে। খুব ঘুম পাচ্ছে। আর লিখতে পারছি না।
ভালো থাকুক আমার বাংলা ভাষা।

সোহান, ঢাকা

০৯. একটি নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি রচনা কর। *[ব.বো.২৪]*

১৯ই জুন, ২০২৪
রাত ১০:২০ মিনিট

আজ আমার জীবনের অত্যন্ত আনন্দদায়ক একটি দিন পার করলাম। গত পরশু ছিল ঈদুল আজহা। আমার তিন মামার পরিবার ও আমরা সবাই একসাথে নানুবাড়িতে ঈদ করেছি। আমাদের নানা-নানু দুজনই মারা গিয়েছেন। এজন্য আমার মা ও মামারা প্রতিবছর একটি ঈদ একসঙ্গে করেন। এবারও তাই সব মামাতো ভাই-বোনসহ আমরা একসঙ্গে ঈদ করেছি এবং অনেক মজা হয়েছে। ঈদের রাতে ঠিক হলো ১৯ জুন আমরা সবাই আমার নানুর বোনকে অর্থাৎ মায়ের ফুফুকে দেখতে যাব। আর তাদের বাড়ি হলো যমুনা নদীর পাড়ে বাঐখোলা গ্রামে। ওই গ্রামে আগেও গিয়েছি। খুব সুন্দর গ্রাম। কিন্তু এবার পরিকল্পনা হলো আমরা মেঘাই থেকে বাঐখোলা নৌকায় যাব। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। আমার ছোট মামি তো নৌকায় উঠতে ভীষণ ভয় পান। তাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করানো হলো। আমরা মেঘাই ঘাট থেকে নৌকায় চড়লাম। যমুনা নদী ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। আমরা বড় একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়েছিলাম। নৌকায় বিশাল ছই ছিল। আমরা অনেক চিপস, পানি ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার নিয়ে উঠেছিলাম। ছোটরা চিপস নিয়ে খাচ্ছিল। বড়রা কেউ কেউ ছবি তুলছেন। সবার সুন্দর স্মৃতিগুলো ক্যামেরা বন্ধী করে ধরে রাখছেন। মেজো মামার সঙ্গে আমরা নৌকার ছইয়ের উপরে উঠে বসলাম। নদীবক্ষে বিস্তৃত নীল আকাশের নিচে সে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। মা বারবার নিচে ডাকছিলেন ভয় পেয়ে। কিন্তু আমরা নামছিলাম না কিছুতেই। মায়ের ভয় ও উদ্বেগ কমাতে তখন মেজো মামিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা কয়েকজন মনের আনন্দে গান ধরলাম। আমরা প্রায় ঘন্টা খানেক নদীতে থাকলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল এই পথ যেন শেষ না হয়। আজকের সেই সুন্দর স্মৃতিটুকু ধরে রাখতে দিনলিপি লিখতে বসলাম।

বাঐখোলা, সিরাজগঞ্জ।

১০. লঞ্চডুবির ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো। *[য. বো. ১৭]*

১৫ এপ্রিল, ২০২৪
রাত ১১: ৩০ মিনিট

ফেরিতে করে নদী পার হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। পাটুরিয়া ঘাট থেকে ফেরিতে উঠলাম দুপুরের ঠিক আগে। পদ্মা নদী পার হয়ে ওপারে যেতে অনেকে লঞ্চে গিয়েও উঠেছে। হঠাৎ পশ্চিম আকাশ কালো হয়ে যায়। বাতাস বইতে থাকে জোরালোভাবে। তখন আমরা নদীর মাঝখানে। আমাদের খুব কাছাকাছি একটি লঞ্চ ছিল। লঞ্চ থেকে মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। এমন কালো মেঘ ও ঝড়ো বাতাসে আমরাও খুব ভয় পেয়েছিলাম। লঞ্চটিতে অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় তা ঝড়ো বাতাসে প্রচন্ডভাবে দুলছিল। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লঞ্চের ভেতরে ছোটাছুটি করছিল। কালবৈশাখী ঝড়ের তীব্রতায় লঞ্চটি কাত হয়ে যায়। ডুবতে শুরু করে লঞ্চটি। কেউ কেউ ঝাঁপ দিয়ে নদীতে সাঁতার কেটে আমাদের ফেরির দিকে আসার চেষ্টা করে। মানুষের আর্তনাদে চারদিক বিপন্ন হয়ে ওঠে। আমার চোখের সামনে লঞ্চটি ডুবে গেল। তাদের উদ্ধারের জন্য আমাদের ফেরি এগিয়ে যায়। অনেকে উঠে আসে, অনেকে পরাজিত হয় ঝড়ো বাতাস ও নদীর স্রোতের কাছে। মানুষের এমন কান্না আর হাহাকার আমি জীবনে এর আগে দেখিনি। লঞ্চডুবির এই করুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা ওপারে পৌছাই। কষ্ট আরও বেড়ে যায় স্বজনদের হাহাকার দেখে। লঞ্চডুবির এই দুর্ঘটনায় আমার সারাদিন অস্থিরতায় কাটে। ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে সারারাত ঘুমুতে পারিনি।

পল্লব
বানিয়াজুড়ি, সাভার

১১. তোমার কলেজে উদযাপিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানের উপর একটি দিনলিপি লেখ। *[রা. বো. '২৪]*

১১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

৫ জুলাই, ২০২৪
রাত ১১: ৪০ মিনিট

সকাল সাতটার দিকে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। মা মনে করিয়ে দিলেন আজ নবীনবরণ অনুষ্ঠান। নয়টার মধ্যে কলেজে পৌঁছতে হবে। সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখা হলো মঈন আর সায়েমের সঙ্গে। গল্প করতে করতে পৌছে গেলাম নির্ধারিত সময়ের আগেই। হলরুমে ঢুকে মনে হলো, কোনো জায়গা খালি নেই। কিন্তু ল্যপ ও রোল অনুসারে সিট নির্ধারিত ছিল, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না। রিন্টুই আমাকে ডাক দিল। ঘোষণা হলো পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক মহোদয় এসে পৌঁছাবেন এবং তার পরই অনুষ্ঠান শুরু হবে। অন্য অতিথিরা আসন গ্রহণ করছেন একে একে। খুবই মনোরমভাবে সাজানো হয়েছে হলরুম। ফুল-পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তোরণ। খুব ভালো লাগছিল। আমাদের অধ্যক্ষ স্যার প্রধান অতিথিকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। আমরা হাততালি দিয়ে, তাঁকে স্বাগত জানালাম। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো। অধ্যক্ষ স্যার সম্মানিত অতিথি ও নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর কলেজে নতুন ভর্তি শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়ার পালা। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ও উপহারসামগ্রী হাতে তুলে দিয়ে প্রত্যেক নবীন শিক্ষার্থীকে বরণ করে নেওয়া হলো। সে এক অভাবনীয় আনন্দমুখর পরিবেশ। আনন্দ- উত্তেজনায় আমার পা কাঁপছিল। তবু নিজেকে স্থির ও স্বাভাবিক রেখে প্রধান অতিথির কাছ থেকে ফুল ও সভাপতির কাছ থেকে উপহারসামগ্রী গ্রহণ করলাম। আনন্দ-শিহরণ খেলে গেল সারা শরীরে। নবীনবরণ শেষ হলে শুরু হলো উপদেশ ও নির্দেশনামূলক বক্তৃতা। সভাপতির ভাষণে কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয় সফল মানুষ হিসেবে নিজেদের তৈরি করার মাধ্যমে ইতিহাস গড়ার অনুরোধ জানালেন। দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটিকা খুবই উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল ছিল। এরপর উপাদেয় মধ্যাহ্নভোজ সেরে অনুষ্ঠানের নানা দিক নিয়ে গল্প করতে করতে বাসায় ফিরে এলাম। বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিলাম একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আর উপহারসামগ্রী। বাবা-মায়ের সঙ্গে গল্প করে, পত্রিকা পড়ে আর টিভি নাটক দেখে অনেক সময় কেটে গেল। ছোট মাছ, করলা ভাজি আর মুগডাল দিয়ে মজা করে খেয়ে ঘুমাতে গেলাম নিজের ঘরে।

মাইজদী,
নোয়াখালি

১২. কোনো একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দিনলিপি তৈরি কর। *[ময়মনসিংহ ২০২৩]*

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

২৩.০৮.২০২৪, শুক্রবার
রাত ১১:০০ মিনিট

ঐতিহাসিক স্থান এমন একটি স্থান যা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। অতীত ইতিহাসের পাতায় রয়েছে এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করা শুধু আকর্ষণীয় এবং বিনোদনের জন্য নয়, বরং শিক্ষামূলকও। সময় ও সুযোগ পেলেই আমি দেশের ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ করি। কারণ এটি আমাকে অনেক আনন্দ দেয়, অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়তা করে এবং এজন্য আমি বিশেষ এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করি।
এই আকর্ষণেই আজ হাজির হয়েছিলাম পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে, যা সোমপুর বিহার নামেও পরিচিত। এর অবস্থান নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপেজেলার পাহাড়পুর গ্রামে। সকাল দশটায় আমরা সবান্ধব পাহাড়পুরে পৌছালাম। স্থানীয় রেস্টুরেন্টে সকালের নাশতা খেয়ে বিহারটি পরিদর্শনে মনোনিবেশ করলাম। এটি পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। ১৯৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে UNESCO কর্তৃক এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেওয়া হয়। বিহারটি ভালোভাবে আমরা পরিদর্শন করলাম, লক্ষ করলাম এটির ভূমি পরিকল্পনা চতুষ্কোনাকার। চারদিকে চওড়া সীমানা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি। এর তিন দিকের বাহুতে ৪৪টি করে কক্ষ ছিল। কোনো কোনো কক্ষে কুলুঙ্গি এবং মেঝেতে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত নানা দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। ভেতরের উন্মুক্ত চতুরের সিড়ি আজও বিদ্যমান।
বিহারের ভেতরে দেখতে পেলাম চত্বরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরে শীর্ষদেশের কোনো নিদর্শন নেই, তাই ছাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে প্রায় ৪৯ মিটার দক্ষিণে আনুমানিক ৩-৫ মিটার প্রশস্ত স্নানঘাট দৃশ্যমান হয়। অনুমান করা হয়, এই ঘাট নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। পশ্চিমে উদগত একটি দেওয়ালের বাইরের দিকে রয়েছে একটি বর্গাকার পূজার কক্ষ। মন্দিরের সামনের দিকে রয়েছে বিশাল চত্বর।
মূল বিহার থেকে বেরিয়ে গেলাম পাহাড়পুর সংলগ্ন জাদুঘরে। সেখানে দেখলাম বেলেপাথরের চামুন্ডা মূর্তি, লালপাথরের শীতলা মূর্তি, কৃষ্ণপাথরের বিষ্ণু মূর্তি, মনসা মূর্তি, দুবলহাটির মহারানির তৈলচিত্র ইত্যাদি। ঘুরতে ঘুরতে দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেলস্টেসনের দিকে রওয়ানা হলাম। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে আসাটা আমাদের জন্য অনেক আনন্দের ছিল। এটা সত্যিই খুব স্মরণীয় সফর ছিল। এই সফরের মধুর স্মৃতি আমাদের মনে চিরদিন সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। রাত নয়টায় বাসায় পৌছালাম।

অপূর্ব, রাজশাহী

১৩. তোমার **এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বরাতের** একটি দিনলিপি লেখ। *[য. বো. ২৫]*

তারিখ: ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
স্থান: আমার পড়ার ঘর

আজ আমার জীবনের এক বিশেষ দিন। আগামীকাল শুরু হচ্ছে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা—যে পরীক্ষার জন্য আমি এতদিন ধরে পরিশ্রম করেছি। মনে হচ্ছে বুকের ভেতর হঠাৎ কেমন চাপা টান পড়ে আছে। সারাদিন বই হাতে নিয়ে বসেছিলাম, তবু মনে হলো কিছুই মুখস্থ হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, সব ভুলে গেছি। আবার মনে হয়, এতদিনের চর্চা বৃথা যাবে না, পরীক্ষার হলে সব ঠিকই মনে পড়বে।

বিকেলে মা বারবার বললেন, "অতিরিক্ত চিন্তা করিস না, মন শান্ত রাখ।" কিন্তু কি করে শান্ত থাকি? জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক ধাপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বন্ধুদের ফোন আসছে—কেউ সাহস দিচ্ছে, কেউ আবার বলছে, কাল দেখা হবে সেন্টারে। তাদের কথা শুনে মনটা কিছুটা হালকা লাগছে।

রাতে বাবা এসে আমার পাশে বসলেন। বললেন, “ফলাফল যাই হোক না কেন, চেষ্টা যেন পুরোপুরি দিস।” বাবার কথাগুলো মনে শক্তি জোগাল। মনে হলো, পরিবার সবসময় আমার পাশে আছে।

এখন ঘড়িতে প্রায় রাত ১১টা বাজে। জানি, আমাকে ঘুমোতে হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ঘুম আসছে না। চোখের সামনে শুধু প্রশ্নপত্র ভাসছে। তবুও চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নিতে। কারণ কালকের সকাল আমার জীবনের এক নতুন সূচনা।
আজকের দিনলিপি এখানেই শেষ করছি।

১৪. তোমার কলেজ জীবনের বিদায় অনুষ্ঠান / কলেজের শেষ দিনের অনুভূতি নিয়ে দিনলিপি। *[দি. বো. ২৫]*

৫ জুলাই, ২০২৪
রাত ১১: ৪০ মিনিট
স্থান: কলেজ প্রাঙ্গণ

আজ আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আজ ছিল আমাদের কলেজ জীবনের বিদায় অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই মনটা ছিল অদ্ভুত এক টানাপোড়েনে ভরা। একদিকে আনন্দ—এতদিনের যাত্রা শেষ হলো; অন্যদিকে দুঃখ—প্রিয় কলেজ, প্রিয় বন্ধু আর স্নেহময় শিক্ষকদের ছেড়ে যেতে হবে।

সকালে কলেজে ঢুকতেই মনে হলো প্রতিটি ইট, প্রতিটি গাছপালা যেন বিদায়ের কথা বলছে। অনুষ্ঠান শুরু হলো মিলনায়তনে। মঞ্চে আমাদের প্রিয় শিক্ষকরা শুভকামনার বাণী শুনালেন। কারো কণ্ঠে আশীর্বাদ, কারো কণ্ঠে চোখ ভেজানো স্নেহ। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের কথা শুনলাম।

বন্ধুরা আজ সবাই অন্যরকম ছিল। কারো চোখে জল, কারো মুখে হাসি, কেউবা ছবি তুলতে ব্যস্ত। মনে হলো, এ সম্পর্কগুলো শুধুই ক্লাস আর পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এ যেন জীবনের অমূল্য সম্পদ।

অনুষ্ঠান শেষে আমরা সবাই মিলে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ালাম। বারান্দা, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি—সবকিছুর দিকে বারবার তাকিয়ে মনে হলো, এ জায়গাগুলো আমাদের শৈশব-যৌবনের সোনালি স্মৃতিকে আঁকড়ে আছে।

আজকের দিনটি আমাকে বুঝিয়েছে, বিদায় মানে কেবল বিচ্ছেদ নয়; বিদায় মানে নতুন পথের সূচনা। চোখ ভিজলেও মনে এক অদ্ভুত শক্তি কাজ করছে—নতুন জীবনে প্রবেশের সাহস।

১৫. বৃক্ষমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখ। *[চ. বো. ২৫]*

তারিখ: ....
স্থান: শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ

আজকের দিনটা সত্যিই অন্যরকম ছিল। আমি প্রথমবারের মতো বৃক্ষমেলায় গেলাম। মেলায় ঢুকতেই চোখে পড়ল সারি সারি সবুজ গাছের চারা। আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু থেকে শুরু করে নানা ফলদ গাছ, ফুলের গাছ, ঔষধি গাছ—কত যে বৈচিত্র্য! মনে হচ্ছিল, যেন প্রকৃতি তার সব রূপ মেলা মাঠে এনে সাজিয়েছে।

প্রতিটি স্টলে ভিড় জমিয়েছিল মানুষ। কৃষি বিশেষজ্ঞরা নানা গাছের পরিচর্যার কথা বলছিলেন। আমি অনেক নতুন তথ্য জানলাম—কোন গাছ কোথায় ভালো জন্মে, কীভাবে পানি ও সার দিতে হয়, গাছ লাগালে পরিবেশ কেমন সুন্দর হয়।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে ছোট ছোট শিশুদের দেখে। তারা উৎসাহ নিয়ে চারা কিনছিল, হাতে নিয়ে হাসছিল। মনে হলো, নতুন প্রজন্মের ভেতর প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠছে।

আমি নিজেও দুটি ফুলের চারা কিনে এনেছি। মনে হলো, গাছ লাগানো মানে শুধু প্রকৃতিকে সুন্দর করা নয়; এটি একধরনের দায়িত্ব পালনও।

বৃক্ষমেলায় ঘুরে এসে মনটা খুব সতেজ হয়ে গেছে। সবুজের প্রতি ভালোবাসা যেন আরও বেড়ে গেল। ভাবছি, আমিও নিয়মিত গাছ লাগাবো।

— মেহেরুন্নেসা

১৬. সুন্দরবন ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
রাত ১০: ৫০ মিনিট

সালমান রুশদি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মিডনাইটস্ চিলড্রেন' উপন্যাসে সুন্দরবনের সৌন্দর্য-রহস্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন- 'জাদুময়, অপরিমেয়, অননুমেয়।' পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মধ্যে অনন্য সুন্দর সুন্দরবন ভ্রমণ করতে গিয়ে আমারও সেই অনুভূতি হয়েছে। পরিবারের সবার সাথে বন বিভাগের লঞ্চে করে হিরণ পয়েন্ট এলাকায় গেলাম। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঘ-হরিণের চারণভূমিতে ধীরে ধীরে নতুন ডালপালা- পাতাসমৃদ্ধ বন গড়ে উঠছে দেখে ভালো লাগল। নানা রঙের অনেক পাখি চোখে পড়ল, কিন্তু বানর বা হরিণ দেখা গেল না। একটা খালের ভেতর বেশ কিছুদূর ঢুকল লঞ্চটি।
কাঁকড়া, বেজি চোখে পড়ল। বানরের শব্দ শুনে উপরে গাছের দিকে তাকাতেই কয়েকটা বানর দেখলাম। কোনোটা ফল খাচ্ছে, কোনোটা লাফাচ্ছে বা ডাল ঝাঁকাচ্ছে। জেলে বা বাওয়ালি কাউকে দেখলাম না। কাদার উপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখালেন একজন খালাসি। লঞ্চ দ্রুত ফিরে এলো বন বিভাগের বাংলোয়। নদীর তাজা মাছ রান্না হয়েছে। মজা করে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হলাম ঢাকার অভিমুখে।

ঢাকা

উপর্যুক্ত বিষয় কিংবা তোমার ঐচ্ছিক কোনো টপিকে একটি দিনলিপি লিখে পোস্ট করো।

অভিজ্ঞতা বর্ণনা

- ইয়াসিন রাকিব

সকল ভিডিও ক্লাস

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্ন

		দিনলিপি লিখন		পৃষ্ঠা নং
★★★	০১.	তোমার কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Dhaka: 2017][Chittagong: 2019]	২১৩
★★	০২.	একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Chittagong: 2017]	২১৩
★★	০৩.	তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Jessore: 2019] [Sylhet: 2017]	২১৩
★★★	০৪.	ঐতিহাসিক স্থানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।	[Dhaka: 2019][Rajshahi : 2019]	২১৩
★	০৫.	শীতকালীন ছুটি কীভাবে কাটিয়েছ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।	[Barisal: 2019]	২১৪
	০৬.	তোমার কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করো।	[Sylhet: 2019]	

বিগত HSC পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. তোমার কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

কলেজে প্রথম দিন: এক নতুন দিগন্তের সূচনা

স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ জীবনের পথে পা রাখা আমার জন্য ছিল এক রোমাঞ্চকর এবং কিছুটা ভয়ের মিশ্র অনুভূতি। মনে হাজারো স্বপ্ন আর চোখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে আমি আমার কলেজের প্রথম দিনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে সুন্দর পোশাক পরে, বুকে আশা আর ভয় নিয়ে কলেজের বিশাল গেটের সামনে দাঁড়ালাম। চারদিকে কত নতুন মুখ, কত কলরব! মুহূর্তের জন্য নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছিল।

ধীরে ধীরে হেঁটে কলেজের নোটিশ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম আমাদের ক্লাসের সময়সূচি দেখার জন্য। সেখানেই কয়েকজন আমার মতো নতুন ছাত্রছাত্রীর সাথে পরিচয় হলো। তাদের সাথে কথা বলে ভয়টা কিছুটা কেটে গেল। আমরা একসাথে আমাদের ক্লাসরুম খুঁজে বের করলাম। ক্লাসে ঢোকার পর দেখলাম, আমাদের মতোই আরও অনেকে বসে আছে, সবার মুখেই এক অজানা ভীতি আর উত্তেজনার ছাপ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রথম ক্লাস শুরু হলো। শিক্ষকเข้ามา আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং কলেজ জীবন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার আমাদের ভয় অনেকটাই দূর করে দিল। এরপর একে একে আরও কয়েকটি ক্লাস হলো। নতুন শিক্ষক, নতুন বন্ধু আর নতুন পরিবেশ—সবকিছু মিলিয়ে দিনটা ছিল অসাধারণ।

ক্লাসের ফাঁকে আমরা পুরো কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখলাম। বিশাল লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, ক্যান্টিন আর গাছগাছালিতে ভরা সুন্দর প্রাঙ্গণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো, আগামী দুটি বছর আমার জীবনের সেরা সময় হতে চলেছে। দিন শেষে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমার মনে কোনো ভয় ছিল না, ছিল কেবল একরাশ আনন্দ আর নতুন জীবনের স্বপ্ন। কলেজের প্রথম দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

২. একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরব ও বেদনার দিন। এই দিনে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়া আমার জীবনের অন্যতম এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সেবার খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। চারপাশে ছিল ভোরের স্নিগ্ধ কুয়াশা আর শান্ত পরিবেশ। আমি আমার বন্ধুদের সাথে কালো ব্যাজ পরে খালি পায়ে প্রভাতফেরির জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের হাতে ছিল ফুলের তোড়া।

রাস্তায় নামতেই দেখলাম, শত শত মানুষ—ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে—ধীর পায়ে শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার পরনে শোকের প্রতীক সাদা-কালো পোশাক। চারদিকে মাইকে বাজছিল আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা অমর সেই গান, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি

কি ভুলিতে পারি"। এই গানের সুর আর মানুষের নীরব মিছিল এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করেছিল। সেই পরিবেশ আমার শরীর ও মনে এক ধরনের শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল।

ধীরে ধীরে আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাছাকাছি পৌঁছালাম। মানুষের ভিড় বাড়ছিল, কিন্তু সেখানে কোনো কোলাহল ছিল না, ছিল এক গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা ধীর পায়ে শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিলাম। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ১৯৫২ সালের সেই ভাষা সৈনিকদের আত্মত্যাগের প্রতি সরাসরি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের জন্যই আজ আমরা বাংলায় কথা বলতে পারছি, বাংলায় লিখতে পারছি।

শহীদ মিনার থেকে ফেরার পথে আমার মনটা ছিল গর্ব আর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। এই অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে দেশপ্রেম এবং মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রভাতফেরির সেই স্মৃতি আমার চেতনায় চির অম্লান হয়ে থাকবে।

৩. তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

কলেজ জীবন মানেই কেবল পড়াশোনা নয়, এর সাথে জড়িয়ে থাকে নানা ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম। আমার কলেজ জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং জয়লাভ করা।

আমি প্রথম বর্ষে থাকাকালীন আমাদের কলেজে একটি বিতর্ক দল গঠন করা হয়। আমি বিতর্ক করতে ভালোবাসতাম, তাই নাম দিয়ে দিলাম। আমাদের বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক ছিলেন দলটির তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর নির্দেশনায় আমরা কঠোর অনুশীলন শুরু করলাম। বিতর্কের বিষয় ছিল "তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার তরুণ সমাজকে বিপথগামী করছে"। আমরা এর পক্ষে ছিলাম।

প্রতিযোগিতার দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমাদের উত্তেজনা বাড়ছিল। ফাইনাল রাউন্ডে আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল শহরের অন্যতম সেরা একটি কলেজ। মঞ্চে ওঠার আগে আমাদের বুক কাঁপছিল। কিন্তু আমাদের শিক্ষক আমাদের সাহস জুগিয়ে বললেন, "যুক্তি দিয়ে কথা বলবে, ভয় পাবে না।"

বিতর্ক শুরু হলো। বিপক্ষ দল তাদের জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করল। এরপর আমাদের বলার পালা। আমি এবং আমার দলের সদস্যরা আমাদের প্রস্তুত করা সব তথ্য ও যুক্তি দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরলাম। বিপক্ষ দলের প্রতিটি যুক্তি আমরা খণ্ডন করার চেষ্টা করলাম। পুরো সময়টা ছিল দারুণ উত্তেজনার।

অবশেষে ফলাফল ঘোষণার সময় এলো। যখন ঘোষক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমাদের কলেজের নাম ঘোষণা করলেন, তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে! আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সেই জয় শুধু একটি ট্রফি ছিল না, ছিল আমাদের দলগত প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের ফসল।

এই ঘটনাটি আমার কলেজ জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আমাকে শিখিয়েছে যে, সঠিক পরিকল্পনা এবং দলবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে যেকোনো কঠিন কাজই সফল করা সম্ভব। এটি আমার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমাকে একজন ভালো বক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল।

৪. ঐতিহাসিক স্থানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁও ভ্রমণ: অতীতের পাতায় একদিন

ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ। তাই কলেজ থেকে যখন ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের জন্য সোনারগাঁও যাওয়ার পরিকল্পনা করা হলো, আমি ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। সোনারগাঁও ছিল বাংলার প্রাচীন রাজধানী এবং ঈশা খাঁর মতো বারো ভূঁইয়াদের স্মৃতিবিজড়িত এক স্থান।

একটি নির্দিষ্ট দিনে আমরা বাসে করে সোনারগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে প্রথমেই আমরা গেলাম লোকশিল্প জাদুঘরে। সেখানে বাংলার পুরনো দিনের শিল্পকর্ম, মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, পোশাক, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমি ইতিহাসের পাতা থেকে সরাসরি অতীতে চলে গিয়েছি।

এরপর আমরা গেলাম পানাম নগরীতে। এটি ছিল সোনারগাঁওয়ের ধনী হিন্দু বণিকদের বাসস্থান। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি পুরনো দালান, যার স্থাপত্যশৈলী অসাধারণ। পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর ভাঙা দেয়াল আর শ্যাওলা পড়া ইটের পরতে পরতে যেন শত শত বছরের পুরনো গল্প লুকিয়ে আছে। আমরা সেই নগরীর ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম আর কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম, একসময় এই স্থানটি কতটা জাঁকজমকপূর্ণ আর কোলাহলময় ছিল। এখানকার নীরবতা আর বাতাসে ভেসে থাকা বিষণ্ণতা আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিল।

পানাম নগরী দেখে আমরা গেলাম গোয়ালদী মসজিদ দেখতে। এটি সুলতানি আমলের এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি প্রাচীন মসজিদ। এর স্থাপত্যশৈলী দেখে বোঝা যায়, তখনকার দিনের কারিগররা কতটা দক্ষ ছিলেন।

পুরো দিনটি যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল। সোনারগাঁও ভ্রমণ আমার জন্য শুধু একটি সাধারণ ভ্রমণ ছিল না, এটি ছিল আমার দেশের গৌরবময় ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখা ও অনুভব করার একটি সুযোগ। এই ভ্রমণের মাধ্যমে আমি আমার দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

৫. শীতকালীন ছুটি কীভাবে কাটিয়েছ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

শীতের ছুটি: গ্রামের বাড়িতে এক টুকরো উষ্ণতা

প্রতি বছরের মতো এ বছরও শীতের ছুটিটা আমার জন্য ছিল বহুল প্রতীক্ষিত। শহরের কোলাহল আর পড়াশোনার চাপ থেকে মুক্তি পেতে আমি প্রতিবারই ছুটে যাই গ্রামের বাড়িতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ছুটি শুরু হতেই আমি পরিবারের সাথে আমাদের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। গ্রামে পা রাখতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। চারদিকে সবুজ ফসলের মাঠ, খেজুর গাছের সারি আর ভোরের ঘন কুয়াশা—সবকিছু মিলিয়ে এক অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ।

আমার ছুটির প্রতিটি দিনই ছিল আনন্দে ভরপুর। সকালে ঘুম থেকে উঠতাম খেজুরের রস খাওয়ার জন্য। এরপর কুয়াশার চাদর ভেদ করে বন্ধুদের সাথে গ্রামের মেঠো পথে হাঁটতে বের হতাম। দুপুরে পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতাম আর বিকেলে সবাই মিলে ব্যাডমিন্টন খেলতাম।

তবে শীতের ছুটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সন্ধ্যার পর। উঠোনে আগুন জ্বালিয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে বসতাম। দাদির কাছে শুনতাম পুরনো দিনের গল্প, আর মা-চাচিরা ব্যস্ত থাকতেন গরম গরম ভাপা পিঠা আর চিতই পিঠা তৈরিতে। সেই গরম পিঠার স্বাদ আর আগুনের উষ্ণতা—সবকিছু মিলিয়ে এক স্বর্গীয় অনুভূতি হতো।

শহরের জীবনে যেখানে আমরা সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, সেখানে গ্রামের এই ছুটিটা আমাকে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর সময় কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছে। এই কয়েকটা দিন আমি প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থেকেছি এবং জীবনের আসল আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। ছুটি শেষে যখন শহরে ফিরে আসছিলাম, তখন মনটা খারাপ লাগছিল, কিন্তু সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম একরাশ সুন্দর স্মৃতি আর নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি।

৬. তোমার কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করো।

কলেজের নবীনবরণ: এক নতুন সূচনার উৎসব

কলেজে প্রথম দিন পা রাখার পর যে অনুষ্ঠানটির জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, তা হলো 'নবীনবরণ'। এটি ছিল আমাদের মতো নতুন ছাত্রছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়ার উৎসব। আমাদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত আনন্দমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ।

অনুষ্ঠানের দিন পুরো কলেজ ক্যাম্পাসকে রঙিন কাগজ, ফুল ও বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছিল। আমরা সবাই সুন্দর পোশাক পরে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের সিনিয়র ভাই-বোনেরা আমাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিলেন। তাঁদের আন্তরিকতা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

অনুষ্ঠান শুরু হয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে। তিনি আমাদের কলেজ জীবনের জন্য শুভকামনা জানান এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেন। এরপর অন্যান্য শিক্ষকরাও আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের কথাগুলো আমাদের জন্য খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল।

আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমাদের সিনিয়র ভাই-বোনেরা গান, নাচ, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন করেন। তাঁদের অসাধারণ পরিবেশনা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। পুরো অডিটোরিয়াম তখন করতালি আর উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কলেজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণা পাই।

সবচেয়ে মজার পর্ব ছিল নবাগতদের পক্ষ থেকে নিজেদের পরিচয় দেওয়া এবং নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরা। অনেকেই গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে তাদের প্রতিভা দেখায়। প্রথমে কিছুটা জড়তা থাকলেও সবার উৎসাহে আমরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলাম।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানটি আমাদের জন্য শুধু একটি উৎসব ছিল না, এটি ছিল কলেজ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দিন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিনিয়রদের সাথে আমাদের ভয়ের সম্পর্ক ঘুচে গিয়ে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। দিনটি আমার কলেজ জীবনের অন্যতম সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে।